KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮ [illegible] লেন, কল-৮
Collection : KLMLGK	Publisher : তিমির সেন (5/2) / প্রীতি মুখোপাধ্যায় (6)
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SAHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5/2 6 8 9	Year of Publication : Oct - 1986 Jan - 1987 Jan - 1988 Nov - 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রীতি মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

৮০ দশকের স্বাধীন লেখকদের মুখপত্র

হেমন্ত, ১৯৮৮

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত-১৯৭৮

Rebellion is the common ground on which every man bases his first values.
I *rebel*—therefore we *exist*.
—Camus.

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

একটি নিষিদ্ধ প্রবন্ধ : **ড্রাগ ও আত্মহত্যার স্বপক্ষে**

For a hundred years or more the world, *our* world, has been dying. And not one man, in these last hundred years or so, has been crazy enough to put a bomb up the asshole of creation and set it off.
—Henry Miller

One has to csmmit a painting.
—Degas.

সম্পাদকীয় :

তবুও কিছু মানুষ একা……

সমস্ত শহর ডুবে আছে অন্ধকারে। রাতভোর কারফিউ জারি করেছে অদৃশ্য শ্বেতনায়ক যার সভাসদেরা প্রভাতে উচ্চবংশীয় শিশুদের দুধ ও চকোলেট বিতরণ করেন। ঘুমন্ত সবাই—বির্যহীন; বিপ্লবীরা কেউ মারা যাননি, তারা শ্বেতনায়কের বিতরিত মদে বেহুঁশ। কিছু দালাল ও পুলিশ মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তারা খুঁজছে সেইসব মুষ্টিমেয় মানুষকে যারা মহানায়কের পদতলে বসে থাকতে রাজী নয় কিছুতেই, যারা অর্থ যশ সবকিছু পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত—শুধু প্রস্তুত নয় ছেড়ে দিতে সত্য বিশ্বাস আর তাদের সত্যানুসন্ধানী সৃষ্টি। কিন্তু নিঃসঙ্গ তারা, আতঙ্কিত, তাদের হাজার হাজার সহযোদ্ধারা দালালদের হাত ধরে অশুদ্ধ সুরা ও পিত সুন্দরীদের লোভে হাজির হয়েছে মহানায়কের পদতলে; খোঁয়াড়ে—যা অত্যাধুনিক যেখানে তারা উৎপন্ন করে বিনীত, বাধ্য কিছু মনুষ্যপশু যা প্রভূত বৈচিত্রে ভরিয়ে দেবে সম্রাটের সাজানো বাগান যা বাড়িয়ে যাবে তাঁর উৎপাদন, অর্থ আর বিকৃত কামনার ভোগ।

তবু কিছু মানুষ একা…তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা টাঙানো আছে দেয়ালে দেয়ালে! জেনারেল! জেনারেল! তুমিও চলে গেলে খোঁয়াড়ে উল্লাসে?

…অধিক সংখ্যক পাঠকের কাছে নিজেদের চিন্তা (যা বৈপ্লবিক ও বর্ণময়, ইদানিং বিষাক্ত গরল ও মূর্খ অনুশোচনায়) কে পৌঁছে দেবার জন্যই তিনি দেশে বা আনন্দবাজারের মত কাগজে লেখেন আর অবোধ বালকরা তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সেমিনারে এই কথা বলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের মাথা কেটে ও কনস্টেবল হত্যা করে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন এবং এখন সৎচরিত্র, রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠে মনোযোগী এবং সমস্ত ভুল হতভাগ্য চারু মজুমদারের বলে দাবী করেন।

হয়, এসবই তো হয়। তুমি ভয় পেয়ো না। শ্বেতনায়করা তো এদেরই চায়। এদেরকে দিয়েই তো তোমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সাবধান! শহর অন্ধকার! তোমার পিছনেই লুকিয়ে আছে ধর্ষকামী, দালাল ও পুলিশ। সাবধান। সবাই চলে যাক। শেষপর্যন্ত হয়ত তুমি একাই। তবুও। প্রতিষ্ঠানের রূপ বদলেছে। বদলেছে শোষণের পদ্ধতি। কিন্তু শোষণ থাকছেই। সরকারের কাছ থেকে একটা পয়সা সাহায্য না পেয়েও ভিখারী একটা দেশলাই কিনে সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে। তুমি শেষপর্যন্ত যোদ্ধা। লড়াই করতেই হবে।

গুজব ছিল তিনি হিমালয় পেরিয়ে মাও-জে-দং এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ট্রামভাড়া বাড়ায় নিজে তিনখানা ট্রাম পুড়িয়েছিলেন। এখন তিনি প্রতিষ্ঠানে লেখেন। তার লেখায় বিমোহিত হয়ে প্রতিষ্ঠান তার বই বের করে দেয়। অধ্যাপক মিত্র মহাশয় মনে করেন প্রচুর বিপ্লব হয়ে গেছে এখন চর্বি বাড়ানো দরকার. সংবাদপত্রে পেরেস্ত্রোয়কা নিয়ে বদহজমী ঢেঁকুর তোলা দরকার, মাঝেমাঝে দল বেঁধে লিটিল ম্যাগাজিনের নিরীহ সম্পাদকের বই পুড়িয়ে দেয়া দরকার।

তুমি প্রস্তুত থাকো। চিরকালই দাললরা ও সদ্য ধর্ম পরিবর্তনকারীরা বেশি ভয়াবহ হয়। কিন্তু কিভাবে বুঝবে? মার্কস ও হয়ত বুঝতে পারতেন না লাল শালুর নিচে কত ছারপোকা ভিড় করেছে। কি ভীষণ সরব তারা। গোপনে শানিত করো অস্ত্র যা পাও তাই। যুদ্ধ এখন সবদিকে। আর তোমার সামনে কিছু বোকা ও গোঁড়া লোক চিরকালই থাকেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসীম রায়, ঋত্বিক ঘটক, সুবিমল মিশ্র, অতিন্দ্রীয় পাঠকরা এবং আরো কিছু লেখক তবু শ্বেতনায়কের ছলনায়, শক্তিতে, নিন্দায় হেরে যান না।

অথবা দোষ তোমারই। 'তিনি' বলেন আজকাল কিছু তরুণ নাকি প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝে আনন্দবাজার। ছিঃ ছিঃ তোমরা কেন এমন ভাবো, বড়রা ভাবে না। অতি বড় বামপন্থীরাও ভাবেন না। বিপ্লবে এসব ছুঁতমার্গ ভাল নয়। এই তো অশোক মিত্র মহাশয়ও 'টেলিগ্রাফে' লেখেন। তুমিও যাও—এতে দোষ নেই। তুমি ক্রীতদাস হতে ভয় পেয়ো না। ক্রীতদাস না হলে আমার উপন্যাস তো মায়ের উনুনেরই খাদ্য হয়। আর তোমরা কি দ্যাখোনি শাস্ত্রবিরোধীরা আজকাল কেমন তরুণীভোগ্য লেখায় ভরিয়ে দেন নিউজপ্রিন্ট?

তবু। অনেকেই বোঝেনা। কফিহাউসের টেবিলে থেকে উঠে বিপ্লববাদী ছেলেটি গোলদিঘিতে প্রস্রাব করে সরকার বাড়ীর দিকে হেঁটে যান। একদা বিপ্লবীরা নম্রভাবে খোকাবাবুর পোষাকে সিনেমার গল্প লেখেন। তোমার বন্ধুরা তোমায় ছেড়ে অন্যতর মধুর দিকে চলে যায়—মিনার শোভিত বাড়িতে মূষিক হওয়াও কত সুখের। আর তারা তো আছেই—স্বাধীনতার আগে-পরে যৌবনপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত, রেশানখোর, আড্ডাবাজ, ফাঁপা, দম্ভময়, ভণ্ড পিতাদের কবিপুত্ররা—যারা জন্মক্ষণ থেকেই ক্রীতদাস যারা শ্বেতনায়কের বুলডোজারের নিচে পেতে দেয় লিঙ্গ। তারপর ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ ভরিয়ে আক্রমণ করে তোমাকে—'কেন লেখোনা বি-বিদেশে? কেন 'তাঁকে' গালাগালি দাও?' অথবা বলে দেয় প্রভুর আদেশে কেউ লেখক নয়—তারাই, শুধু তারাই।

না। ভয় পেয়ো না। অন্ধকার খুব। কিন্তু দ্যাখো এত রাতেও এত শীতেও কিছু যুবক এসে আস্তে আস্তে জড় হচ্ছে রাস্তার পাশে। শ্বেতনায়ক, তার পুরুষবেশ্যা ও খোজা ধর্মান্তারিত সৈন্য এদের সবাইএর উদ্দেশে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ ঘোষণার জন্য॥ পরাজয় নেই। যুদ্ধ একটাই। মৃত্যুর ক্ষণ পর্যন্ত শ্বেতনায়কের সমস্ত চক্রান্ত ছিঁড়ে ফেলার প্রবল হুঙ্কার। সমস্ত মানুষ হেরে গেলেও দুএকজন বেঁচে থাকে। আমাদের কাজকর্ম সেইসব ক্রুদ্ধ সৎ আশির্বান যোদ্ধাদের নিয়ে। যুদ্ধ চলছে। আমরা প্রস্তুত। এবং শিল্পের মৃত্যু নেই।

'চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন পৃথিবী ঘুরছে না
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও
যতই তাকে চোখ রাঙাও না।'

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উচ্চারণ আমাদের সাহসী করে।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

□ কবি তুষার রায়

রাজপথের চোখে ঘুম নেই, আড় চোখে দেখে নেয়
বাতাসে সাঁতার সারারাত সারাটাদিন
বাগবাজার থেকে টালীগঞ্জ, কলাবাগান ঠেক থেকে
খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজ, ফুটপাতে ঘুমন্ত মানুষ,
বালব, লাল-বেলুন, চটকানো ফুল, মৃত্যু,
তুলোমোড়া মানুষের জ্ঞান নিয়ে কাড়াকাড়ি কাকে ও কুকুরে
আকাশ বারান্দার নীচে বেঢপ্ সঙ্গম
এণ্ডিগেণ্ডি বাচ্চাদের মিছিল, আঁশগন্ধে মাছের বাজারে
পুরোনো হাওয়াই চপ্পলের আগুনে ফোটে ভাত

আবে শালা!, কে তুমি মেধাবী শঙ্কর
মালবিয়ুনি ধানচাষ করতে পারোনি, শালা! ;
মেরেজুয়েনা, বাদামীচিনি হেরোইন-বিষাক্ত পচুই
বানিয়েছো ???

লোভ ???
তোর মুখে জোড়া পায়ে লাথি, কুত্তা ;
পেচ্ছাপ করি তোর মুখে, বিজলী হোয়ে খা,
দ্যাখ্, তবে কাকে বলে নেশা
খা কোলকাতা খা, মেধা খা, বুদ্ধি খা, হাসি খা,
গ্রামবাংলা কামড়ে খা, ছিঁড়ে খা, চুষে খা
চিবিয়ে খা, বমি করে আবার খা—
এ শহর বেশ্যাবাড়ীতে আমি আর থাকবো না শা!,
পৃথিবীর 'শেষ নৌকো'য় এই আমি পাল তুলে দিলুম
তা তা-তা, তারারত্, তারত্, তা
হাঃ হাঃ, ব্যাসালোভার তালে তালে

নাচ, কোলকাতা নাচ,
নাচ, মাগো নাচ,
নাচরে মেধা নাচ,
কাপড় তুলে নাচ,
গুড্ বাই ক্যাল্...

৪৮০ মণ তিমির জলের উপত্যকায় আহা ঘুম
নীল রক্তের বিছানায়, নীল মানুষের পাশে
নীল মাছিদের ডানায় ডানায় আহা ঘুম
অতল জলের নীচে অরণ্যছায়ায় আহা ঘুম
মাছেদের গাঁয়ে, আওলার রাজবাড়ীতে, শঙ্খ-শামুক আর
সামুদ্রিক সাপেদের বিষের থলিতে, পাঁকে-বালিতে,
ডুবো পাহাড়ে, মাস্তুল আকরিক সোনার পাশে

ঘুম ঘুম

আহা ঘুম শান্তির ঘুম

অনন্ত জলের নীচে
তুষার ঘুমায়
কোলকাতা ঘুমোতে পারে না...

পলাশ ভট্টাচার্য

□ সুখ

শকুনের ডানা ধরে নামে শরা
সাপ খায় পেটের ভিতর,
বিধাতা ছায়াবাজি খেলে
যৌনতা ক্ষুধায় কাতর।

তবু সুখ রোদ চায়
চাটে খায়, স্থবির নয়,
দাঁতের সারি চেপে সে
আকস্মিক আয়োজন চায়।

গৌতম দাশগুপ্ত

□ নিরোর রোম নয়

তুর্কমান গেট আর মোরী গেট
মাঝখানে
ব্লাস্টফার্নেস রাক্ত আর সন্ত্রাসের
খো খো খেলা
হাবিবমিয়ার আদরে বানানো
কবিরাজী কাটলেট থেকে
ম্যাগীসলের মতন চুঁয়ে পড়ছে
বারুদ আর গন্ধক
ডুমো মাছিকে সপাটে সরিয়ে
হাবিবের রক্ততটের উপর
গড়িয়ে গ্যালো প্রভাতী রোদ
ঘুড়ি এখন উড়তে উড়তে
সুলেমান ভূপীন্দর আর ত্রিলোচনের
নাগালের বাইরে
বোমারু বিমানের মেজাজে
সে উড়ে বেড়ায়
কখনও রীজ কখনও কিদওয়াইনগর
নিউক্লিয়র ফুয়েলসেলেজের মতন
তার অসীম পুচ্ছ ধরে ঝোলে
ড্যানশিনানের রি-ইনকারনেটেড
তিন ভাইনী
আর তাদের মেরিজান নিশ্বাসে
পুড়ে থাক্ হয়ে যায়

নিরোর রোম নয় রাজীবের আর-কে-পুরম
খুরি গোটা ইন্দ্রপ্রস্থ
খুরি তুলসীদাসী রামায়ণ
খুরি ফ্রিডম-এ্যাট-মিডনাইট
একবার রুখে দাঁড়াও মেফিসটোফেলিস
তুখোর দেবদারু তুলে
অশুভকে কেশদামে বাঁধো
এ আমার ক্লেয়ারভয়েন্স
ধর্মনিরপেক্ষ এক টেলিস্কোপিক রাইফেল
আজ ভূপীন্দর কাল তুমি কিম্বা সুলেমান
যে কোনো একজনকে তাক্ করে আছে
নীল আলফাপ্লাস ফ্রেমে
ধূসর ভুরুর নীচে ঐ দুটি কর্নিয়া ছিঁড়ে
একবার উত্তাল গাও বারুদমৃত্যুর মধ্যে
কল্যানের গান।

অঞ্জন ঘোষ

□ সর্বদা প্রস্তুত

প্রভু, বিশ্বাস করুন, আপনি ভাল আছেন।
আপনার পূর্ব এবং উত্তরপুরুষ আমি
আমার ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি
ছাল ছাড়িয়েছি ভাল আছি
নুন তেল আর লঙ্কায় ভাল আছি
কর্মব্যস্ত জীবন আমার যথারীতি চালু আছে।
আপনার পূর্বপুরুষ মুর্গী, হ্যাঁ মুর্গীই
আপনার উত্তরপুরুষ হাঁস হয়েই জন্মাবে, দেখবেন—
এমনটাই আমার বিশ্বাস। আর মধ্যিখানে
আমি শুধু ছাল ছাড়িয়ে যথাযোগ্য পরিবেশনের জন্য
সর্বদা প্রস্তুত।

দীপঙ্কর দত্তের দুটি কবিতা

□ রাত্রি / ১২

আজ আবার জ্বর এলো,
যখন বনজ অপরাহ্ন থেকে দ্রুত
হিংস্র এক রাত্রির দিকে গড়িয়ে গ্যাছে
প্রস্তরীভূত ঘড়ি—
লেসবিয়্যানদের উদ্দাম ফ্ল্যামেনকো
আদ্র কাঠের আগুনকে ব্যাপক ছড়িয়ে দিয়েছে ওদের শরীরে শরীরে

লূতাতন্তুময় নাইটশেডের ঝোপগুলির মতো দূরের
সাহানা, আর্জুমান্দ গ্রাম থেকে এখন
প্যান্থারের ডাক ভেসে আসে,
অথচ সমস্তদিন কোনও শিকার মেলেনি,
ক্যাম্পে ফিরে তীব্র আক্রোশে ওরা যে নিরীহ পরিচারিকাকে
খুবলে বাটোয়ারা করে ছুঁড়ে দিয়েছে কুকুরগুলিকে

সে আমার মা—

জ্বরের সঙ্গে আজ আবার রক্তে সেই
ক্ষুধিত পিশাচ ফিরে আসে,
থার্টি-ও সিক্স ম্যানলিকার রাইফেল কাঁধ থেকে ধর্ষিতা
মায়ের হাতে নামিয়ে দিয়ে বলি, "এবার মার,
নিজের হাতে ঝাঁঝরা করে দে, আমি আগুন করি,
ওদের পোড়া লাশের গন্ধ ছড়িয়ে যাক বন থেকে
দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে—"

□ হনন

বিগত রাত্রি অথবা পিতাকে ধ্বংস করে যারা
উঠে এসেছিলাম, রাত্রির সমস্ত ক্ষুধা ও হিংস্রতা
বহনকারী তাদের ক্রোমোজোমগুলি এখন ধীরে জেগে ওঠে,
মাটির ক্রমশঃ গভীর থেকে উদগ্র এক অপার্থিব শৃঙ্গার
শিকড়, জাইলেম, সক্লেরেনকাইমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
শেষে বাইরে বল্কল পরিশ্রুত এক নীল আলো ··
আমরা আবার সম্মোহিত হই, যূথবদ্ধ আত্মহননের আগে
পিতার অজর, অক্ষর, অথচ অনঙ্গ শরীর থেকে
তীক্ষ্ণ ছুরিকাগুলি খসিয়ে তুলে নেই শেষতম
সান্ধ্য আহার ; যখন পরিখার সমাহিত জলে ধীরে
ভেসে যাচ্ছে আমাদের পূর্বজ শব,
মোজার্টের অতীন্দ্রিয় গোধূলি

প্রশান্ত বারিক

□ চৈতারাম

এই বারুদসময়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে
শুনসান রাস্তার দিকে স্টেনগানের নল উঁচিয়ে কেন চৈতারাম,
বরঞ্চ নলটা ঘুরিয়েই নাও, ওই মার্বেল-প্যালেসের দিকে।
শুরু হোক আগুন মহোৎসব—
পুড়ে যাক, বাতানুকুল ঘরের দ্রাক্ষালীন পরীদের লাল নীল ডানা,
তাদের মহার্ঘ যোনিপাত্রে ধূনো জেলে,
চণ্ডীপাঠ হোক সারারাত—
আরোয়াল, কানসারা, কালাহাণ্ডীর—শত শত ভুখা প্রেত এসে,
মসৃণ রাজপথে, নেচে যাক-সংহতির ডিস্‌কো ক্যাবারে ··
ইতালিয়ান ও ফরাসী মদে পিচ্ছিল—নেপোদের গুহাদ্বারে, মোম জেলে—
এক নতুন ভারতগাথার জন্ম দিক, আজকের বড়ু চণ্ডীদাস!

বদরুল হায়দার

□ জারন

[শীতের শিশির ভেজা বুকে কার নদীর উত্থান
বালুবের ভাঙ্গা ঠোঁটে কে সে আনে সুখের পতন]

নীল ঘাম ঝরে বিদ্যুৎ ঝলকে শামুকের বুক জলে
ক্লান্তিহীন সুধা গিলে গিলে খায় শৈল্পিক উৎরোলে
অ্যামিবার মতো শত খণ্ডে করি আত্মজ শত্রুর
ছত্রাক শুধুই বেড়ে উঠে বুকে জাগন্ত বর্বর।

সাহসী বৃক্ষের বিস্মিত ঈক্ষন মেখেছি শিলার বুকে
তবু হনুমান পোড়ায় লংকা একোন বিলাসী সুখে
খেয়েছি গিলে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কালো মুখ
ঘৃণিনাভী চুষেই কামুক ব্রহ্মচারী আমি অশরীরী প্রতিরূপ।

ভ্রমরের মতো উন্মাদে খুঁজি গর্ভাশয়ের ঘুম
বারোমুখী চোখ অন্ধ শুধুই অদৃশ্যে গলা মোম
চুম্বনে ভেঙেছি রক্ত পিপাসু কৃষ্ণ দেবীর লালজিভ
অংসল দেহে আলিঙ্গন শুধু অযোনী গনিকা।

গিলে গিলে খাই দুঃখ মিশ্রিত যমুনার নীল মদ
আত্মদ্রোহী আমি সুখের সন্ধানী ত্রিকাল উন্মাদ
নিক্ষেপ করেছি জ্যোতি মণ্ডলে কৃত্রিম চ্যালেঞ্জার
নিয়ে আয় তুই সুখের ঘুরপি দুঃখ নিংড়াবার।

□ ড্রাগ ও আত্মহত্যার স্বপক্ষে □

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

[প্রবন্ধটি…'৮৭তে লেখা। ভাবা গিয়েছিল কোন লিট্‌ল ম্যাগাজিন এটি ছাপতে সাহসী হবে। অথচ দেখা গেল এ বঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠানের বাহিরে যারা তারাও প্রতিষ্ঠানের গলিত মানসিকতাবাহী ও উচ্ছিষ্টভোগী। হায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বীর পুরুষগণ, আসলে ভুল ছিল। ভুলে যাচ্ছিলাম এ দেশে হতাশা, স্বপ্নভ্রষ্ট রঙীন গৌতম ঘোষ ও সংশোধীয় গণতন্ত্র বড় আরামে প্রবর্ধিত হয়। শেষে এ কাগজেই ছাপতে হোল। লিটিল ম্যাগাজিনের বিপ্লবী সম্পাদকগণ, আমি জানি আপনারা আগ্নেয়াস্ত্রকে ভীষণ ভয় পান, আপনাদের যুদ্ধাস্ত্র সেফটি রেজার।]

ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে বধ্যভূমি। তার পরিধি রক্তলোলুপ সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। একসময় সমস্ত পৃথিবীটাই এক বধ্যভূমি, তার আকাশ, জল, অরণ্য সবই সেই হত্যা-উৎসবের এলিজাবেথান নাট্যমঞ্চ। এবং মানুষ বহুপূর্বেই তার সংগীত হারিয়েছে। এখন বর্ণময় অন্ধকারে, অনন্ত রাত্রির মধ্যে নিঃসঙ্গ হেঁটে চলা। ফেরার আর কোন পথ নেই। মধ্যাহ্নে নিভে গেছে রোদ, আলোর উৎসব শেষ। এখন কি ভীষণ শূন্য অন্ধকার!

মানুষ এক সঙ্কটের মধ্যে বেঁচে আছে। সন্ত্রাসও। মানুষ নিজের মধ্যেও দেখছে শূন্যতা; জ্ঞানহীন, প্রেমহীন, কর্মহীন—এক মিছিল শুধু। মানুষের অনিত্য জীবন, সুখ, অবক্ত যন্ত্রণা ভেঙে যাচ্ছে কাঁচের খেলনার মত।

একজন যুবক দেখে। প্রত্যেকে দেখে না। এই পাণ্ডুর ক্যানভাস। মানুষের এই অসহ্য যান্ত্রিক জীবনকে যে দেখে সে শিহরীত হয়। তার দীর্ঘশ্বাস সে শোনে যাতে তারও অংশ আছে। একটি বিশাল যন্ত্রের একটি পরিবর্তনশীল ক্রুর মত

তার অবস্থিতি। এত বিভৎস অবক্ষয় মানুষকে আর কখনো গ্রাস করেনি। এবং এই অবক্ষয় আরো মারাত্মক এই হেতু যে আত্মার আলোও হারিয়েছে সে।

তাই যখন একজনকে ড্রাগের বিষাক্ত ছোবল বা আত্মহত্যার মধ্যে দেখি তখন সহানুভূতি নয় তাদের প্রতি আমি এক প্রশংসা অনুভব করি। কারণ তারা এই অবরুদ্ধ সময় ও সমাজের কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছে। কেন সে জীবনযাপনের এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করবে? কেন মেনে নেবে এই অত্যাচার? অথচ করার কিছুই নেই। প্রত্যেক মানুষের ওপরই এই অত্যাচার নামে। সবাই বোঝেনা। যে বোঝে সে মূক হয়ে যায়, সন্ত্রস্ত হয়। সে পালাতে চায়; স্বাধীনতার জন্যে অনির্দিষ্ট মৃত্যু পর্যন্ত সে এগিয়ে যেতে পারে। সে মৃত্যু হয়ত গৌরববঞ্চিত, বক্ষ-ধ্যানহীন। তবু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তা যখন দেখি তখন আমার সমর্থন নিরপেক্ষ ভাবে তার দিকে চলে যায়।

মানুষ আজ অসহায়। তার ওপর, তার চারপাশে শুধু শৃঙ্খলার—রসহীন, প্রেমহীন নিয়মের বাধা। যে বাধা আরোপিত—যে বাধা অন্য কোন স্বার্থ বা শ্রেণীকে ফলবতী করার নিষ্ঠুর প্রয়াসমাত্র। সে যেন ধীরে এক ভারবাহী পশুতে পরিণত হচ্ছে। পরিণত হচ্ছে এক যন্ত্রে। হৃদয়ের প্রকাশ নেই, আছে শুধু বিধিবদ্ধ রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়া। মেটুকু প্রাপ্তি সেটুকু উপহার নয় তা তাকে বোধহীন, কর্মক্ষম যন্ত্রের মত চালিত রাখার রসদ মাত্র। রাষ্ট্র, বাণিজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ—মানুষের এ সব আশীর্বাদধন্য সৃষ্টিগুলিই আজ তার—মানুষের সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধ শক্তি। বলা ভাল মানবিক বিকাশের অন্তরায়, আত্মিক উন্নতির ঘাতক আজ এইসব—একদা বিখ্যাত—সুউচ্চ মিনারগুলি।

রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে অমিতবিক্রমশালী। এক বিশাল অক্টোপাসের মত সে আঁকড়ে ধরেছে মানুষকে। রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে এক পরাক্রমশালী যন্ত্র—আবেগহীন, স্মৃতিহীন এক অত্যাচার-যন্ত্র। সেখানে ব্যক্তি মানুষের সমস্ত আবেদন, দীর্ঘশ্বাস, অনুযোগ ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মাত্র। মানুষের বিকাশের সবচেয়ে বড় শত্রু এই রাষ্ট্র—সমস্ত ভূখণ্ডে, সমস্ত দেশেই এর কর্মপদ্ধতি, অত্যাচার একই রকম শুধু পরিবর্তিত হয় রূপ, বর্ণ। রাষ্ট্র কি শুধুমাত্র এক বিশেষ শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার না কি রাষ্ট্র সর্বক্ষমতাময় এক দানব যে সমগ্র মানবতাকেই নিজ ইচ্ছায় বোতলে বন্দী রাখতে চায়?

ব্যক্তি মানুষের উদ্ধার কি? তার স্বপ্ন কোথায়? তার আদর্শই বা কি? রাষ্ট্র শুধু তাকে রীতি, নিয়ম, কর্তব্য শেখায় জন্মমুহূর্ত থেকে। এবং যেহেতু স্বাধীনতা নেই সেহেতু কর্মপ্রেরণা সে হাতাতে বাধ্য। সে জানে তার কাজ সৃষ্টি নয়—তার কাজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, তার কাজ রাষ্ট্রের বেগবান ধ্বংসরথটিকে প্রতি মুহূর্তে সচল রাখা। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সমস্ত পথই রুদ্ধ। ব্যক্তিস্বাধীনতা অলীক বিলাস মাত্র। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ফের বিছানায় ফিরে যাওয়া অবধি সে যে সব কাজ করে—তার কিছু আপাত উজ্জ্বল হলেও এই প্রতিটি কাজই সে করে রাষ্ট্রের কামনাকে পরিপুষ্ট করতে। সে বাধ্য হয় এবং সবচেয়ে বেদনা এই যে সে—মানুষ এসব বোঝেনা। তীব্র জাতীয়তাবাদী মাদকে সে বহুদিন বোধহীন, সংবেদনহীন।

সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই মোটামুটি ছবিটি এক। বহু মণীষীর বহু তত্ত্ব, দর্শন, মতাদর্শও সামান্য পরিবর্তিত করেনি তার ক্ষমতাকে। প্রভেদ যেন বাইরে, প্রভেদ এমন যে তা নিয়ে মানুষ ভাষণ দিতে পারে, গবেষণা করতে পারে, বিবাদ করতে পারে অথচ এ সবের মাধ্যমে তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা না সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এ নিয়ে যারা যুগ যুগ কলহ, বৈঠক, সমাবেশ করে তারাও আসলে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যাচারিতদের একজন। তবে তার কাজ ভিন্ন। রাষ্ট্র তাকে সেই সব কাজ দিয়েছে, তাকে এই ব্যবস্থায় ধর্ম প্রচার করতে বলেছে। বাদানুবাদরত সেইসব তাত্ত্বিকরা আসলে ব্যক্তিত্বশূন্য রাষ্ট্রনিযুক্ত প্রচারসচিব মাত্র।

সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র বা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের বিকাশের পরিপন্থী এক বিশেষ শ্রেণীর শোষণ চালাবার যন্ত্রমাত্র যারা বলেন তাদের কাছে প্রশ্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি শোষণ নেই? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও তো ক্ষমতা এক শ্রেণীর হাতে—শ্রমিক শ্রেণী এই শ্রেণীই কি সমগ্র জনগণ? অথবা শ্রেণী নয়, ক্ষমতা আসলে কয়েকজন পিত আমলার কুক্ষিগত। অন্যদের অবস্থা তাহলে সেই একই রকম? এবং তাও মেনে নেয়া যদি হয় শ্রমিক রাষ্ট্রে শোষিতের সংখ্যা কম তাহলে প্রশ্ন সেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় কি ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ থাকে? সমষ্টির স্বার্থ বা সমষ্টির সিদ্ধান্ত কথাটি বলা হয় কিন্তু আমরা জানি রাষ্ট্রের নীতিনিয়মকে (যা সমষ্টির ইচ্ছা নামক রঙীন প্রলাপ) পরিবর্তিত করার কোন ক্ষমতাই নেই সাধারণ

মানুষের হাতে। সেও যন্ত্র—অধিকতর—কারণ গণতন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ সুযোগগুলিও, মুহূর্তের উৎসবগুলিও এই ব্যবস্থায় নেই। এখানে সে আরও বেশি অ-মানুষে পরিণত হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় সে রাষ্ট্রের সর্বব্যাপ্ত ঐশ্বরীক অবস্থিতির সামনে সমর্পিত, সম্পূর্ণরূপে বলিপ্রদত্ত। সমষ্টির ইচ্ছা আসলে এক ক্ষুদ্র অংশের সমাজ-তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার মাত্র।

প্রকৃতই বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রই আজ এত বেশি শক্তিশালী যে সেখানে মানুষ মূল্যহীন 'কমোডিটি'। মানুষী বিকাশের সমস্ত সুযোগই অপহৃত। তবু তোরণের গায়ে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে 'স্বাধীনতা,' 'অধিকার' শব্দগুলি। যে সব শব্দ শূন্য প্রলাপমাত্র। যে সব শব্দ সামান্যতম পরিবর্তিত করেনা অবস্থা। শুধু এক অতিপ্রাচীন নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত করে এই সব শব্দ মস্কো, কোলকাতা, লণ্ডনে—সর্বত্র।

পরাধীন সে। রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া, রাষ্ট্রের পাঁচলক্ষ নিয়ম ও নীতির সঠিক অনুসরণ ছাড়া সে এক পা-ও এগোতে পারে না। ইতিহাসহীন এক অতল পাতালে তলিয়ে যাবার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট সে। এবং এই রাষ্ট্র প্রতিদিন আরো বেশি ক্ষমতাশালী হচ্ছে। মানুষের চরম ব্যক্তিগত কাজটির জন্যেও প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রের সম্মতি। এখন মানুষ আর মানুষ নয়। তার মতের কোন মূল্য নেই, তার ভাবনার কোন সার্থকতা নেই। তার পরাধীন অস্তিত্বের মধ্যে এক বিষাক্ত কর্কট শুধু কর্মময়। একজন মানুষ কোন বোধবুদ্ধিবিবেক বিচারময় প্রাণী নয় আর রাষ্ট্রের কাছে। সে শুধু ভারবাহী পশু এক, অক্লান্ত রোবট। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অত্যাচার রঙিন ভোগাপণ্যের কারাগারে আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সে অত্যাচার ফুল্লকুসুমিত আদর্শের আবরণে। একজায়গায় মানুষের স্বাধীনতার ভিত্তিকে অস্বীকার করে তাকে মাদকতায় ভরিয়ে রাখার প্রয়াস অন্যত্থানে নিয়মের নিষ্ঠুর নিগড়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, তার আমূল ব্যাভিচার আজ বাম দক্ষিণ মধ্য সমস্ত মতাদর্শের মধ্যই তীব্র ঝড়ের মত প্রমত্ত উল্লাসে মেতেছে।

মধ্যযুগের পরেই ধর্ম হারিয়েছে তার মোহিনীশক্তি। একজন সচেতন মানুষের কাছে ধর্ম আর কোন উজ্জিবনের মন্ত্র নয় যদিও এখনও ধর্মের অতিক্ষিণ এক ধারা রাষ্ট্রের সমান্তরালে চলার প্রয়াস পায়। একদা মানুষ ধর্মকে ভাবতে পেরেছিল মুক্তির উপায় হিসেবে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ

যে শুধু যে ধর্মকে আর উদ্ধারের মন্ত্র ভাবতে পারছে না তাই নয় তার চোখে স্পষ্ট হয়েছে ধর্মের অসার চতুরতা। এই আবিষ্কার যতই সৎ হোক এটা ঠিকই যে ধর্মকে আশ্রয় করার অন্ততঃ ধর্মে অনুগত থাকার মধ্যে যে মানসিক তৃপ্তি ছিল তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে মানুষ। অনুষ্ঠান নির্ভর ধর্মের কাছে আজ মানুষ আশ্রয় পায় না কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার ও মূল্যবোধগুলি- যা ধর্মের অপকারী অংশ তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আজও মানুষকে বেশ কিছু স্বাধীনতালাভে বঞ্চিত করে। কোন ধর্মই হয়ে উঠতে পারেনি আধুনিক মানুষের তৃষ্ণার পানীয়। চার্চের অসার বচন, মন্দিরের শৈশব রূপকথা, মসজিদের নিরুপ্ত প্রলাপ সবই পুরানো এ্যালবামের হলুদ ছবি। একমাত্র বেদান্ত—যে দর্শন আধুনিকতম, যে দর্শন আধুনিক পৃথিবীর উদ্ধারের পথ হতে পারত তার বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবিক দ্যুতির মাধ্যমে তাও ধর্মের ধ্বজাধারীর হাতে পড়ে হয়ে রইল নিরক্ত ছলনা। হতাশার মধ্যে দেখা যায় বিবেকানন্দের মত অগ্নিময় পুরুষকে পরিণত করা হয় পাথর-মূর্তিতে।

অথচ ধর্ম সমাজের প্রতিটি ইটের তলায় তার বিষাক্ত জীবাণুগুলিকে রেখে গেছে। ধর্মের গোঁড়ামি এবং তজ্জনিত কলহ তো আছেই তার পরও আছে গুচ্ছ গুচ্ছ সন্তাপময় সংস্কার। যাকে রাষ্ট্র, আদালত, আইন, ব্যবসায়ীশ্রেণী ব্যবহার করে চলেছে মানুষকে শোষণের জন্য। এর থেকে রক্ষা নেই কোন ধর্মেরই। ধর্মের সুষমা নেই কিন্তু পঙ্গু মূল্যবোধগুলি প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ করছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে তারা সক্রিয়। অদৃশ্য সে জাল মানুষের চারপাশে—আপাত অদৃশ্য হলেও উপযুক্ত সময়ে তারা শক্তিশালী অত্যাচার। মানুষের শুভ চেতনাকে তারা পরিচালিত করে এক অন্ধকারের দিকে। সমগ্র মানবতার প্রেক্ষিতে, তার মুক্তির ক্ষেত্রে ধর্ম এখনও এক বিশাল অবরোধ।

এই বিষাক্ত সময়ে হতাশ অবদমিত, বিরক্ত মানুষ চায় যে কোনো অর্থে এক বিশ্বাস স্থাপনের ভূমি—এক অম্লান আকাশ যেখানে তার শুভ প্রবৃত্তিগুলি নিজ আনন্দে বিস্তার করবে তার পাখা। ধর্ম, ধর্মের নির্মল দার্শনিক উচ্চারণই হতে পারত এই ইচ্ছার চালিকা শক্তি। অথচ পৃথিবীর সবকোনে প্রত্যেক ধর্মের অতিপ্রাচীন অবক্ষয়ী শক্তি আজও বিপুল ক্রিয়াশীল। ধর্মের নামে হত্যা, যুদ্ধ, বিবাদ, ধ্বংস তো বড় মাপের প্রচার পাওয়া পাপ কিন্তু যে সব সূক্ষ্ম নিয়ম ও সূত্র মানুষকে সারাজীবন সংকীর্ণ, অন্ধকার, অবৈজ্ঞানিক করে তোলে বা হয়ে উঠতে

বাধ্য করে তা ভয়াবহ। কোন সুস্থ, বিচারশক্তিসম্পন্ন যুবক এই মুহূর্তে যতই ক্লান্ত অসহায় রিক্ত হোক সে আর যেতে পারেনা ধর্মের আশ্রয় পেতে—নির্বোধ শান্তি পেতে। বরং সে চেষ্টা করে সেই প্রবল বাধাসকল ছিন্ন করতে। ধর্ম আজ আর কোন আশ্রয় নয় বরং তাকে আমরা প্রায়ই দেখি তার গলিত, ছিন্ন শরীর নিয়ে রক্তভেজা ভূমি থেকে মধ্যরাতে হত্যাকারীর মত উঠে দাঁড়াতে।

মানুষের কাছে বদলে গেছে রাজনীতির রূপও। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস রাখা আর যাচ্ছে না। বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন দেশে একই আদর্শ বদলে যাচ্ছে বহু বিতর্কিতভাবে। সমস্ত রাজনৈতিক আদর্শের শেষকথা সেই ক্ষমতা দখলের ও ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার কৌশল হলেও প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে তারা এক সম্মোহনী রূপ পরিগ্রহ করে। বর্তমানে রাজনীতির সঙ্গে মানুষের যোগ কি! পাঁচ দশ বা পনেরো জনের একটি মোথ স্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এক বিশাল জনসংখ্যাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মুষ্টিমেয়র ইচ্ছাকে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পরিণত করা হচ্ছে জনগণের ইচ্ছায়। পপুলারাইজ করা হচ্ছে যে আদর্শ—যারা অন্ধভাবে তাকে সমর্থন করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ফারাক যোজন ব্যাপি। রাজনৈতিক দলগুলির আকাশনীল আদর্শগুলির পরিণতি যদিও অসম্ভব তবু প্রতিবছর এক বিশাল জনসংখ্যাকে তাদের অসহায়তার সুযোগে তাদের অজান্তে সমর্থন জানিয়ে যেতে হচ্ছে।

কোন বিশেষ বিপ্লবাত্মক অবস্থা বাদ দিলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত-আবেগ কখনোই পরিলক্ষিত হয় না রাজনীতির আসরে। তাও যদি হয়—তা কিছু সময়ের জন্য—বিপ্লব পরবর্তী যুগে এই জনগোষ্ঠী যার সর্বাত্মক সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিল ঐ রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান তারা আবারও বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগহীন। এখন ক্ষমতা সেই এলিটদের হাতে জনগণ আবারও তাকিয়ে থাকবে করুণাভিক্ষার জন্য। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই দেখা গেছে একটি রাজনৈতিক আদর্শ ধীরে ধীরে জনগণের আস্থা ছিনিয়ে নিয়ে হয়ে ওঠে জনগণেরই শত্রু—শোষণের অমোঘ প্রস্তাব। রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দলের সাধারণ ক্যাডারদের সম্পর্কে কি? জনগণের? অথচ পুরো আদর্শের প্রাসাদটিকেই বাঁচিয়ে রাখে এই সাধারণ মানুষ।

প্রকৃতই মানব ইতিহাসে আমরা রাজনৈতিক দল ও নেতাদের যেভাবে

প্রতিক্রিয়াশীল, ভণ্ড, অত্যাচারী হতে দেখেছি বা দেখছি তা অভাবনীয়। এবং এটা আরো বিপজ্জনক এজন্যই যে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে সেই দল এমনই রঙীন স্বর্গের স্বপ্নে বুঁদ করে রাখে বছরের পর বছর যে তারা জানতেই পারে না তাদেরই কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে যে মানুষ আজ শীর্ষে উঠেছে সে আর তাকাতে পারে না নিচের দিকে। দুই সম্পূর্ণ বিরোধী আদর্শের নেতাদের আমরা টুথপেস্ট-হাসিতে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে দেখি আর যখন সংঘাতের মুহূর্তে তখন সেই সব কাঞ্জুজে নেতাদের মহান আদর্শ রক্ষার্থে তারা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায়, সামরীক বাহিনীর হাতে অত্যাচারিত হয়, প্রকাশ্য খুন হয় গনতান্ত্রিক ময়দানে।

বর্তমানে আদর্শ শুধুমাত্র পুস্তক আকারে মিউজিয়ামে রাখার জন্য। এবং জনসমর্থন আদায়ের শ্লোগানমাত্র। আমরা দেখেছি চরম মানবতাবাদী দর্শন অবলম্বনকারী নেতাদের উলঙ্গ অত্যাচারী হয়ে উঠতে।

রাজনীতির এই অবক্ষয়ী, মিথ্যা, অশ্লীল আবহাওয়ায় কি কোন মানুষ আশ্রয় নিতে পারে? মার্কসবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র—এই শব্দগুলি এতবেশি মোলায়েম, তাত্ত্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ হলেও আমরা জেনে গেছি এর প্রয়োগ কিছু নেই। প্রয়োগ হয় উপরি কাঠামোর, উজ্জ্বল পোষাকের। সেই বর্ণময় পোষাকের নিচে হত্যা উৎসব, মানবিক হত্যার চলচ্চিত্র, অসংখ্য ক্ষুধার্ত অসহায়, বিশ্বাসহীন মানুষের এক বধ্যভূমি।

এই মিথ্যা রাজনীতির আশ্রয়ে আর কোন স্বাক্ষনা নেই। যে পায় সে অন্ধ যে পায় সে বোধহীন যে পায় সে অসহায়। যে রাজনীতি পক্ষপাতপুষ্ট, যে রাজনীতি অবৈধ স্বেচ্ছাচার, যে রাজনীতি মুষ্টিমেয়র বিলাস, যে রাজনীতি পঙ্গু ও স্বার্থপর তা হতে পারে না সুস্থ কোন মানুষের। রাজনীতি মানুষেরই সৃষ্টি; তার নিজ উন্নতির জন্য। কিন্তু আজ একজন সচেতন যুবক দেখে বস্তুগত, আদর্শগত, আত্মগত কোন উন্নতির মাধ্যম নয় আর রাজনীতি। ক্ষমতাদখলের যুদ্ধে একদল হয়ে যায় ৩০ দল মাত্র কয়েক বছরে। এবং প্রত্যেকেই ঘৃণা উগরে দেয় তার আগের দলটির ওপর। তর্কযুদ্ধে অতিথিরা আসেন। ট্রটস্কি, স্ট্যালিন, বার্নস্টাইন, কাস্ত্রো—ইউরোকমিউনিজম, সমাজবাদী শোষণ, এসব নিয়ে সেমিনার হয়। আর আদর্শের জন্য প্রাণত্যাগ করা, পুলিশের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হওয়া ইউনিভার্সিটি ও গৃহ থেকে বেরিয়ে আসা হাজার ছেলেরা বিস্মৃত ঝুলে থাকে

নেতাদের সিফিলিসবাহী শরীরের পেছনে ধূসর পর্দার মতো। এই রাজনীতির এই আত্মাহীন ধ্বংসপ্রলাপে, এই স্বার্থপর নৃশংস ব্যভিচারে সামিল হবে কে? সে হতাশ হয়, তার সামনে তার প্রিয় আদর্শ তার প্রিয় পতাকা দুর্গন্ধময় নর্দমা দিয়ে বয়ে যায় রাত্রের গহন জঠরে।

আসলে সমাজের প্রতিটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠেছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, দাম্ভিক, রুচিহীন ও প্রভুত্বকারী। এবং তাদের সবায়ের আক্রমণের বিষাক্ত তীরগুলি ব্যক্তি মনুষ্যত্বের স্বাধীন বিচরণভূমির দিকে ধেয়ে আসছে। দিনে দিনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি হয়ে উঠেছে মানুষের নীতিনির্ধারক, ভবিষ্যত সৃষ্টিকারী। একচেটিয়া মুনাফার অধিকার শুধু যদি থাকত তাদের হাতে তবে এত বেশি আতঙ্কিত হবার কারণ ছিল না—তারাই আজ সর্বশক্তিমান—মানুষের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রুচি এখন সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সে পেয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের অত্যাচারে অতিষ্ঠপ্রাণ মানুষ এমন কোন গুহায় লুকোতে পারে না যেখানে তার কালো ছায়া নেই। সে বাধ্য করায় তার মত করে ভাবতে, চলতে, বলতে। রাষ্ট্রশক্তিকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষাব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থাকে।

এদিকে শিক্ষা শব্দটির আর কোন অর্থ মানুষের কাছে নেই। এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি বাজেটে কোটি কোটি টাকার নৃত্য অথচ এই শিক্ষার মূল্য কি? রাদারফোর্ড, ডারউইন, আইনস্টাইন, শঙ্করাচার্য, সেক্সপীয়র পড়ে একজন মানুষ খাতায় চেকের হিসেব রাখে। শিক্ষার সঙ্গে যেহেতু জীবনের কোন যোগ নেই—তাই সৃষ্টি হয় কৌশলের। শিক্ষার প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে উৎসাহিত হবার অবকাশ আর থাকে না। হাজার হাজার গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, বিশ্ববিদ্যালয় রোদ্র ও বৃষ্টির মধ্যে এক অদৃশ্য অজানা অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এ এক অদ্ভুত সময়। মানুষের চোখের সামনে শুধু উজ্জ্বল আলোয় ভরা উৎসবমণ্ডিত এক ফাঁপা, অসার, সভ্যতার কাঠামো। সবই আছে—অতিমাত্রায় আছে, অথচ এসবের সঙ্গে কোন যোগ নেই মানুষের। সে নিঃসঙ্গ, নিরপত্তাহীন, মূক, বধির এবং হয়ত অন্ধও শুধু হেঁটে যাচ্ছে এই গভীর শূন্যতার পরিধি বরাবর।

এত অসহায় মানুষ হয়নি কখনো। আপনি অধ্যাপক, আপনি কেরানী আপনি সরকারী আমলা আপনি শিক্ষক আপনি ছাত্র আপনি অভিনেতা অথচ আপনারা আসলে কাগজের খেলনা মাত্র। আপনার নিঃসঙ্গ অসার অবস্থান সম্পর্কে আপনি সচেতন হবারও সময় পান না—কারণ আপনি এক দ্রুত প্রবাহিত তরঙ্গমালায় ভেসে যাচ্ছেন।

সামাজিক অত্যাচার অনাচার যে সহস্র বৃশ্চিকের মত আপনার আত্মার ঘুম কেড়ে নিয়েছে আপনি জানেন না। আপনি অচেতন—আপনি জানেন না পৃথিবীর এই সম্পূর্ণ রসহীন উপরিকাঠামোয় আপনার ভূমিকা কি। আপনি কত বেশি মূল্যহীন সময় ও সভ্যতার কাছে। এই সভ্যতার মধ্যেকার সত্য কি, কি সেই আদর্শ বা অন্বেষণ যার জন্য আপনি নিজেকে একটি প্রাণহীন, হৃদয়হীন, মস্তিষ্কহীন যন্ত্রে রূপান্তরিত করেছেন। সমস্ত পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র হাতে নিয়ে যারা ইউনিসেফের গ্রিটিংস কার্ড নিয়ে ঘোরে তাদের সম্পর্কে আপনার ধারণাই বা কি?

আপনি বোঝেন না মূল্যবোধের সঙ্কট আজ কত তীব্র রূপে আঘাত করছে প্রতিটি মুহূর্তে।

একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না কেবল প্রাচুর্য্য, ভোগবিলাসের মধ্যে। আপনি অন্ধ তাই আপনি দেখতে পাননা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণে আপনি কত বেশি পরাধীন। আপনার গাড়ির চাকা মোরামের ওপর গর্বিত শব্দ করলে আপনি ভুলে যান পৃথিবীর দারিদ্র, শোষণ, বঞ্চনা, ব্যর্থতার কালো দিকগুলিকে। আপনি অহংবোধে আচ্ছন্ন হোয়ে একবারেই ভুলে যান পৃথিবীর কোন ঘাসই আপনার থেকে বেশি দরিদ্র বা মূল্যহীন নয়।

আপনি যদি দেখতে পান আপনি চমকে উঠবেন। আপনি কাজ শেষে ঘরে ফিরে এখনো অবধি মুক্ত আকাশের নিচে বসে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। আত্মার এই গভীর সংকটাবস্থা থেকে মুক্তির আর কোন উপায়ই আজ আর বোধহয় খোলা নেই। শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি সৌভ্রাত্র্য এসব শব্দগুলি কতদিন আগে মিউজিয়ামে ডাইনোসেরাসের কঙ্কালের পাশে স্থান নিয়েছে। অমোঘ স্বার্থপরতা শুধু—ঘৃণা, হিংসা, রক্তপাত পৃথিবীর খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে শুল্কহীন।

বস্তুগত উন্নতির বস্তুগত জীবনদর্শনের পরিণাম এইই। একদল পরাধীন মানুষ হেঁটে যায় বধ্যভূমির দিকে—অচেতন। আমি আপনি আমরা সবাই সেই অব্যর্থ লক্ষ্যের দিকে আনবিক শক্তিতে ছুটে যাচ্ছি। এই দুর্বার স্রোত থেকে পালাবার পথ নেই আর।

স্বৈরতন্ত্র বা গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ বা সমাজবাদ, লেসার রশ্মি বা প্লুটোনিয়ামের আনবিক শক্তি, ট্রিপটিজ বা বনসাই—এসব অর্থহীন যুদ্ধ, কলরব, মিছিলের মূল্য শুধু কিছুদিন, কিছু সময় ভুলে থাকা নিজের শূন্যতাকে।

অথচ ভোলা যায় না। সমগ্র মানবতার এই বিপর্যয় যা আরো গভীর সঙ্কটের দিকেই ধাবিত হচ্ছে তা থেকে আলাদা থাকা যায় না। কারণ আপনিও সেই বিপজ্জনক ধ্বংসের দিকে ধাবমান একটি বিন্দু।

আদর্শহীন, বিশ্বাসহীন, স্বপ্নহীন মানুষের এই পরাধীন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থান থেকে মুক্তিকামী যে যুবক আজ সবকিছু জেনেও বিষাক্ত ড্রাগের বা আত্মহত্যার নিভৃত আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে যায় স্থির ও নিশ্চিত পায়ে তার বিরুদ্ধে আপনার কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।

সে সমাজ যে সময় মানুষের আত্মাকে হত্যা করে, মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে, মানুষকে বুদ্ধিহীন যুক্তিহীন দাসত্বে নিক্ষেপ করে—যে সময় ও সমাজ শিশুর অন্ন কেড়ে অস্ত্রের পাহাড় বানায় যে সমাজ ও সময় বিবেক বর্জিত একদল পশু তৈরীর কাজে লিপ্ত থাকে যে সময় ও সমাজ মানুষের মুক্তির পথ, এমনকি ইচ্ছাটুকুকেও নিস্পৃহ হত্যা করে, মিথ্যা দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষায় মানুষকে বোধহীন করে রাখে, মানুষের সেই সমাজ বা সময়ের কোন অধিকারই থাকতে পারে না একজন ড্রাগসেবী বা আত্মহত্যাকারীর দিকে ঘৃণার চোখে তাকানোর, তাকে শাস্তি দেবার।

বরং লজ্জায় নতমুখ হওয়া উচিৎ। আত্মগোপন করা উচিৎ। হৃদয়ের কোন গোপন গভীর কূপে যদি এতটুকু মানবিকতা থাকে তাদের জন্য অগ্নিময় অভিনন্দন জানানো উচিৎ।

আপনাদের যান্ত্রিক, ক্ষুধার্ত, রক্তপিপাসু অস্তিত্বের সামনে এইসব মুক্তিকামী, সৎ,

দৃঢ় মানুষদের আমি সাদা পতাকার মত উড়তে দেখি নীল আকাশের ক্যানভাসে। তারা আমাদের ক্রীতদাস অবস্থানের দিকে সোল্লাসে ছুঁড়ে দেয় বিদ্রুপ। আমরা দেখি এবং যেহেতু প্রকৃত শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব অসম্ভব এতদিনে আমরা জেনেছি তাই মেতে উঠি স্বজন বিদ্রোহে। এবং সেসময় আমরা ভুলে যাই যে আমাদের পবিত্র জননেন্দ্রিয়গুলি পৃথিবীর আরো কিছু পশু উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র—এবং সেজন্যই আমাদের সগর্ব অবদান, অভিযান, অবরোহন।

আপনি পারেন না। আপনি ভীতু। আপনি নির্বিকার কারণ আপনি স্বার্থপর, অনুভূতিহীন। আপনি অক্ষম। আপনি ল্যাম্পপোষ্টের অশ্লীল পোষ্টারের চেয়েও কম জরুরী। আপনি হৃদয়হীন কারণ আপনি মস্তিষ্কহীন।

আপনার আমার ব্যর্থতা, অক্ষমতা, হতাশা, অপরাধ, প্রবঞ্চনা আজ এত বেশী ভয়ংকর যে তা আগামী কিছু বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীকে জল ও অক্সিজেনহীন করে তুলতে পারে। আসুন আমরা আমাদের অবশিষ্ট স্বাতন্ত্রটুকু নিয়ে ঐ সব সচেতন, বিপজ্জনক, স্বাধীন মানুষদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কারণ তাদের পরাধীনতা আমরা ঘোচাতে পারিনি। কারণ তাদের অন্য কোন অবলম্বনও আজ অবধি আমরা ভুলে দিতে পারিনি।

কারণ তারা সৎ, তারা পৃথিবীর শেষ কয়েকটি ব্যর্থ প্রমিথিউস।

কবিতার জগতে আনন্দ অমৃতরাজরা
বি-দেশের স্পনসরসিপ ভিক্ষার পর ইভান লেণ্ডল বা
উইল্যানডারদের চ্যালেঞ্জ জানাবার নির্বোধ ঔদ্ধত্ব দেখাচ্ছে।
অনুরোধ
কবিতায় কম্পিউটার-র‍্যাঙ্কিং শুরু হোক।

অচ্যুত মণ্ডল

□ আমিও পোড়াবো ট্রাম

আমিও পোড়াবো ট্রাম

একঘেয়ে ট্রামগুলো সরে যাচ্ছে খকমক কাশছে যেন বুড়ো তবলচির তেহাই আর দলা দলা কথা পড়ে থাকছে এই বিকালের কান্না। নোংরা থুক চেটে খাচ্ছে রোদ; যুবতীর বোঁটাগুলি ঘষা খাচ্ছে কেরাণীর পিঠে পুরনো আমাশার মতো কুঁথে কুঁথে চুকলিবাজী যানঘটহীন আলকুশি লবঙ্গর স্বাদ আমি ভুলে যাচ্ছি—যুবক যুবক!

কুকুরের জিভে দেখছি সূর্যোদয়

চাঁদ ধুতি লট্‌পট্ কত্তে কত্তে বেশ্যাপাড়া ঢুকে যাচ্ছে। তারাগুলো হা হা কচ্ছে হাড়কাটা গলি থেকে উঠে আসছে আমার গলায় পাক খাচ্ছে চ্যামনা মাগী হাওয়া থলথলে চর্বির ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে রয়েছে রাত। জরিদার কুত্তী একটা গান গাইছে বারে। আলতা ও রক্তের স্বাদ আমি ভুলে যাচ্ছি—যুবক যুবক!

ওকি রাজনীতি করে? তাই—

আর্জবের মা এসে কাঁদছিল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এই ছেলে। দেয়ালের বুকে তুমি রঙ করছ? কি নাম তোমার? দুপুরে খেয়েছো নাকি খুচরো কিছু বিড়ি কিনে একটু খুঁকে বলে গেলে রঞ্জনের জণ্ডিস হয়েছে। রঞ্জন! আমাকে এসে বলে যাও তোমার পেছনে যারা হেঁটে যাচ্ছে কি নাম তাদের? আসলে কে কোথায় দাঁড়িয়ে? তোমাদের এই কৃশ, উজ্জ্বল মুখের স্বাদ, মিছিলে ঘামের স্বাদ আমি কেন ভুলে যাচ্ছি—যুবক যুবক!

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো চুল কেন?

ও কিশোরী হেঁটে যাচ্ছ, টুকরো টুকরো কলি গাইছ কেন এত ভালবাসছ এই সব, এই ট্রাম, হালকা ধুলো, প্রতিটি বিকেলে তুমি বারান্দা ছুঁয়েছো, আলোগুলি পাখিদের মতো, পাথরে কেটেছো দাগ ভেবেছো অতীতস্পর্শী হবে? ও ঠোঁট থেঁতলে দেবো, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো চুল, তোমাকে ধর্ষণ করে ফেলে রাখবো পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে থাকবে কণ্ঠা ওপরে লেখা থাকবে—যুবক যুবক!

কবিতা লিখেছো তোমরা?

সময়ের বুকে কেউ চুমু খাচ্ছ, ব্লাউজে ঢুকোচ্ছ হাত, কেউ বলছো চোপ্ শালা ভাতার খাকী মাগী। সময়ের গা চাটছ- কাগজের পা চাটছ, নিজেদের যৌনস্থান

চুলকে চেটে টন টন থুতু তোমরা গিলে গেলছো, উগ্‌রে দিচ্ছো সময়ে সময়ে। ভেবেছো প্রতিস্পর্ধী হবে? আসলে সময় আরও নীরবে বাড়াচ্ছে হাত তোমার গলায় তার নখ, নীরব ভ্রুকুটি দেখে যতই চেঁচাও তোমরা গলাগুলি বুঁজে আসছে—যুবক যুবক!

আমিও পোড়াবো ট্রাম।

এই হাতে পুড়িয়েছি সব অঙ্গীকার। কবিতা পোড়াবো আমি। প্রেমগুলি ধুয়ে ফেলবো বেশ্যালয়ে মেভাবে ধুয়েছি বীর্য রেন্দ। পতাকা পুড়িয়ে আমি মশাল জ্বালাবো আর হেঁটে যাবো জীবিতের শ্মশান শহরে। চণ্ডাল যুবক আমি সামনে কোনো হরিদ্রাভ নিশ্চয়তা নেই—যাবো—নীতিহীন, অঙ্গীকারহীন-যাবো—যুবক যুবক!

পঙ্কজ মণ্ডল

□ গল্প ও গন্ধর্ব

এর চেয়ে তুমি ডুবে যাও।

পিতা, ব্রহ্মদেব আমার, পদ্মাসন খুলিতেই। মাকে রাখি হৃদ-অলিন্দে। রক্তে যার এই পথচলা। আর ফুসফুস ক'রে যাকে, সেই কি অতি প্রিয়জন! শ্বাসে নিঃশ্বাসে তার অষ্টোত্তর শতরূপ? ভাইবোন আত্মীস্বজন হাত পা পাকস্থলী হ'য়ে নিয়ে যায় স্বদেশে আমায়?

এখন আর তুলসীর পায় প্রণাম প্রদীপ নয়। কী বেশ আনবিক আলোয় দীপমালারাত সবুজ চাষীর ডাকে নেচে ওঠে ইউরেনিয়ামের সাদাভাত। গান গেয়ে ওঠে ইথার, পাখি ছিলে দ্বাপরেতে ওই শুল্বপাতায়, সেই তুমি লেসার রশ্মি হ'য়ে ঝিলিক্ ঝিলিক্?

বরং এর চেয়ে পৃথিবী, ডুবে যাও তুমি অন্ধকার কাদায়। পিতামহ ত্যাথো, কাকভোরে কীদারুন অষ্টগ্রহেরা পরমাণু অঞ্জলি দিয়ে আসে দেবী রোবট মন্দিরে।

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

□ নির্বেদে নেশায় নেশায়

সবি তো ঠিকঠাক আছে ও রয়ে গেছে
কাকেরা ঠিকমতো মোরগ ঠিকমতো
ঋতুরা ঠিকঠাক মেয়েরা ঋতুমতী
বন্ধ্যা হা হুতাশ হিজড়ে হাততালি

সবি তো ঠিকঠাক রয়েছে সমকাম
রাজার প্রজানীতি সবি তো ঠিকঠাক
ঘৃণা ও ভালোবাসা অলিভ গ্রীন জামা
সেনানী কুর্তায় সেই তো নির্বেদ

সবি যে প্রথামতো সবি যে যথাযথ
সবি যে রীতি মেনে তাই হে নেশা চাই
দুঃখ সুখ নয় বিষাদে নির্বেদ

মেয়েরা মাতা হবে ছেলেরা পিতা হবে
সবি তো ঠিকমতো শিল্প বিজ্ঞান
নারী ও পুরুষের সহজ সঙ্গম

গাঁয়ের চাষীবৌ মরদ মরে গেলে
স্বরেলা কান্নায় শশ্মান মাত করে
ক্রমশ বুড়ি হয় দেয়ালে ঘুঁটে দেয়
বিটির সাদি হবে জামাই লুম্পেন

বৃদ্ধ মাস্টার থাকেন মালিপাড়া
সাহেব বিতাড়নে একদা জেল খেটে
চেয়েছে স্বাধীনতা এখন গীতাপাঠ
অল্প জমিজমা নাতটি ছেলেমেয়ে

গোলাপ জামগাছ পুরোনো রায় বাড়ী
মকর বেলফুল ষষ্ঠীতলা মাঠ
বাছারে ভোট দেয় সবি তো ঠিকঠাক

একটু দূরে গেলে কেরাণী ঘরবাড়ী
দীর্ঘ ঘুঙ্ঘট বোরখা মুখ ঢাকে
সেহেতু মেয়ে তাই যায় না ইস্কুল

তবু হে ভালোবাসা ব্যর্থ দিনলিপি
অরব কান্নার তিনটি হাসিমুখ
সবি তো ঠিকঠাক চলেছে রীতি মেনে
এবং নেশা চাই সবি যে প্রথামতো

মতোই দিন যাক সবি তো প্রথা মেনে
কাকেরা ঠিকমতো মোরগ ঠিকমতো
ঋতুরা ঠিকঠাক মেয়েরা ঋতুমতী
বন্ধ্যা হা হুতাশ হিজড়ে হাততালি

সবি তো ঠিকঠাক শিল্প বিজ্ঞান
বিটির সাদি আর জামাই লুম্পেন
চেয়েছে স্বাধীনতা হাদিসী হাহাকার

দীর্ঘ ঘুঙ্ঘটে একটি চাঁদমুখ
সবি যে ঠিকমতো তাই হে নেশা চাই
এবং নেশা চাই চাই হে নির্বেদ

অতনু সেনগুপ্তের দুটি কবিতা

□ অবিকল সূর্যের আলোর মতো

ঈশ্বরের ব্যর্থতার শেষে উঠেছে রোদ্দুর, এবং
উচ্চতম পাকদণ্ডীর বুকে চিন্ময়তা
আজ থেকে বিবর্তনহীনা থেকে যাবে নরম পৃথিবী
কফিন আচ্ছাদিত ছিল আমাদের সমবায়নীতি
আর দৃষ্টির ভাষা ছিল তৃষ্ণা, তবু কোথাও
ঘুম ভেঙে ওঠেনি কেউ
দেখা হয়নি হৃদয়রণায় বহ্নি অকস্মাৎ
অথবা বহ্নি নয়
আত্মজ ইমারতে প্রিয়তম মুগ্ধ আলেয়া

জোনাকীর ছো নাচ
এখন মায়াময় স্বপ্ন শরীর ব্যেপে খেলা করে মেঘ। পূর্বনির্ধারিত
অক্টেভে বেজে উঠছে গান। মস্তিষ্কজাত
ফসফরাস ক্ষরণ
বৃষ্টির উজ্জ্বলতা ছিঁড়ে আর্যশুদ্ধ ভালোবাসা হয়ে যায়···

ঈশ্বরের ব্যার্থতার শেষে উঠেছে রোদ্দুর
অবিকল সূর্যের আলোর মতো—

□ ফিরে যাওয়া

ষড়ভুজ অন্দরে কেঁপে উঠছে বাতাস
এ্যাসবেসটাস চলো ছাপিয়ে বাক্স ও টিনের তোরঙ
শিশুর নিস্পন্দ ফেলে রাখা রঙীন চশমা
বাতিল তুলি, শক্ত পাথর রঙ শিশির আস্তরণ
ভেদ করবে এখন
হে মহান আশি

ভেঙে ভেঙে যাবে প্রোটোপ্লাজমিক স্থাপত্য—উদারা, মুদারা
তারায় ক্রীড়ারত ভয়
শুন্যময়
···সোঁদাগন্ধময় মুষ্ঠিভয়া নরমমাটি
প্রথম ও শেষ রক্তাভ ভালোবাসার মতো সূর্যোদয়
খোয়াই মায়াময়···জলজ সূর্যাস্ত স্মৃতি
প্রিয়তম গোলাপী বিকেল···গেরুয়া মরুস্থান···

ষড়ভুজ অন্দরে কেঁপে উঠছে বাতাস
তোরঙ এ্যাসবেসটাস আনাচ কানাচ ঘুনচিগলি ও রাস্তা পুড়িয়ে
ফিরে যাচ্ছে সে
প্রগাঢ় শ্মশান উপত্যকায়
কয়েক হাজার বছর ধরে পুড়ছে দাহ্য অহংকার

সৌমেন বসু

□ রক্তে তার ভেসে গ্যাছে

রক্তে তার ভেসে গ্যাছে বানপ্রস্থ
ভেসে গ্যাছে বেদমন্ত্র সমহিত জলে ;
আগুনশিখায় তার পাপ তাকে করেছে সন্ন্যাসী।

সেকি তোর ক্ষেত্রজ শিলায়
কোন ভাঙাচোরা প্রতিকৃতি গড়ে দিলো ?

রক্তে তার ভেসে গ্যাছে গায়ত্রীর স্তব,
রক্তে তার পূজার আরতি ভেসে গ্যাছে।
আমি সমস্ত দেখেছি।
সে আমায় অভিশাপ দিক,
তার প্রতিবিম্ব ঘিরে তার জলজ ছায়ারা
আজ অভিশাপ দিক।

নারায়ণ বৈরাগ্য

□ শ্রী নিবাস

নিজস্ব ভূমি কারো থাকেনা কখনো
শ্রী-নিবাস প্রকৃত নীলাঞ্জন
পাথরের ভেতরে আঁকা ছিল রুদ্র
অমোঘ অঙ্গার
প্রিয় ধ্বনি মাটি ও জলের উপরে থাকেনি
স্থির কোন প্রতিভাস !
ক্রম অণু বিন্দু হ'তে উড়ে গেছে যায় খড়, মাটি
তেজস-পরাগ
গমনা গমন পথে সারি সারি বেতবন
যোগ্য করে এ কদিনের ভূমি

শুরু হয় দিন, হয় তার নিজস্ব আপন
দুলে দুলে ওঠে দীর্ঘ-ঋজু-স্থির,
যেটুকু সময় থাকে, থাকে স্থির করতল !

দেখি মাটিতে ঠেকে কখনো থাকেনা শীর !
প্রতিবার তীক্ষ্ণ দুলে দুলে ওঠে অম্লান

সুব্রত মণ্ডল

□ রক্ত করবীর স্রোতে

আর এই ভাবে ব'সে থাকা যায় না
মন্ত্রনার দীর্ঘ তলোয়ার গেঁথে আছে বুকে
প্রতিটি নিঃশ্বাসে জড়ো করা আছে
পবিত্র স্মৃতি,
শকুনির মতো মরুভূমির মেঘ ঘুরছে আকাশে
ঈশারার দৃষ্টি উড়ছে পতপত কোরে
আমাদের মাথায়,
কুসংস্কারের জাহাজ ছুটে যাচ্ছে সামনের জলে
হিংস্র দানবের চোখে হাসি, কিংভূত দাঁত
অস্ত্র তুলেছে হাতে
দেশকে টুকরো কোরে দেবে যৌনতার মায়ায়।

আর এই ভাবে ব'সে থাকা যায় না
আমরা নির্দেশ চাই—রক্তকরবীর স্রোতে
ভাসিয়ে দিয়ে আসবো, রতিশক্তি মন্ত্রগুলোকে।

অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়

□ পৃথিবীর মুক্তি চাইলে যা করণীয়

হ্যাচ্‌কা টানে তুলে আন্
কুয়োর গরল
যেখানে যা কিছু পাপ
অবৈধ ভ্রূণ এবং জারজ সন্ততি···

কামারশালায় হাপরের টানে টানে
তাদের গলিয়ে
নেহাইয়ের তাল ঠুকে ইস্পাতের
অস্ত্র গড়া যাবে···
এবং তখন দুনিয়ার যত গুরু
পুণ্যাত্মাদের কোমল পশ্চাতে
সেই সব অবৈধ অস্ত্রের ফলা
প্রোথিত করাই ঠিক···

পৃথিবীর মুক্তিকামী লাঠিচার্জ
তখনি সম্ভব
ডেপুটি সময় চার্জশিটে
এই সব লেখে···

শঙ্করনাথ চক্রবর্তী

□ অনার্য নগরীর কথা

নিশ্চুপ থাকার কালে টানের লক্ষণ ধরা পড়ে—চোখ ঘুরিয়ে দেয় এমনসব গহ্বরের দিকে, যেখানে ঘাতকের আস্ফালন গোময়লিপ্ত হ'তে চেয়ে জনাকয় নপুংসক চোয়ালের জন্ম দিতে থাকে—টানেলের ভেতর হাতাহাতি যুদ্ধ : বুরোক্র্যাটের বাড়ী জলছে : ম্যানহোলের মুখে হাতবোমা গ্যাসমুখোশ উবু হ'য়ে—এইসবই প্রাধান্য ছড়ায় নানা মঞ্চে, ইঁদুর নৃপতির অণ্ডকোষে - ভয়ে শিঁটিয়ে যায় কেউ, সন্দেহ মুক্ত হ'তে পারে না—আর পরিশীলনের তীব্র অসদ্ভাবে যৌনতাবিরোধী এক কুসংস্কারে ভস্ম উগরে দেয়—পাঁচালীর অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে চেঁচানোর অবকাশ পায় তাই। কেউবা : তাকে থামানো যায় না—কোনএক মফঃস্বলের বীর্যস্থলী থেকে তার তাপের সঞ্চয়, বেচপ বেঁটে শরীরের দুরন্ত পোলভল্ট মনস্ক আঁতাতের মুখে আঠ ঢেলে দেয়—এই পিতৃভূমিপ্রণয়ের মগ্নতা আপাতত শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লেও, ছিদ্র অগনন, অন্য দেশে অন্যসব পাপের সিন্দুকে : ৪০ লক্ষ মানুষের হত্যাকারীকেও আমৃত্যু বাঁচিয়ে রাখা হয়, তার ডাক্তারী তকমার পূর্ণ মর্যাদা রেখেই : তবে ইতিহাস পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা থেকে স'রে আসবে না, এই যা সত্যের, নয়ত একবার মরতে রাজী আছি, তিনবার জন্মাবো ব'লে

শিল্প সাহিত্য সুসংহত, বিদগ্ধ, মেধা ও বুদ্ধিযুক্ত বিষয়।

আপনার রুচি কিভাবে পঞ্চাশের চপল 'ফাস্ট ফুড' ও 'বোতামখোলা ব্লাউজে'র রসিকতাকে মেনে নেয় ?

মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেশ বসুদের মত সাহিত্যিকরা বাংলা সাহিত্যকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যযুগীয় আস্তাবলের হ্রেষাধ্বনির দ্বারা কলঙ্কিত হতে দেবেন না। আপনি সচেতন। আপনি মুক্ত।

বিজ্ঞাপন-চালিত হবার আগে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন।

অমলেন্দু বিশ্বাস

□ অনার্দ্র

শ্রাবণীয় মুখ থেকে শেষ রঙ, প্রসাধনী খসে যেতে
অনার্দ্র বাতাস ছটফট ঘিরে নিলো পুরুলিয়া বুকে
হাইফাই মতো করো ভেতরে ভেতরে, বুঝবে না কেউ
তুমি মেঘ চাও ; তৃষ্ণার কলস তোমার অসিক্তে কাঠ হলে
জলের প্রার্থনা তুমি করো বটে চুপে চুপে, কে বুঝবে
সে নিরীহ ভাষা ? এখন কী গোপনীয়তা মানায় ?
এতো লজ্জা, গোপনতা থাকলে পাবে না আর্দ্র হাওয়া, স্বাদু জল।

জমিকর্ষণের পরে প্রয়োজন হয়ে পড়ে জল বীজ
বপন বা রোপন হোক না কেন, মাটি আর চারাগাছ
চেয়ে থাকে ঊর্দ্ধমুখে, নীলমহাশূন্যে। মনে মনে ডাকে
কৃষ্ণ মেঘ থেকে জল ঝ'রে যেন আমাকে পোয়াতী করে।

ইদানিং গ্রামবাংলার লবণাক্ত আবহাওয়া থেকে উঠে এসে দাস বংশীয় (পদবী নয়) কিছু অশিক্ষিত, চালবাজ, অন্ধ, ব্যক্তিত্বহীন, বিকৃতকাম, চোর, পিতৃপরিচয়হীন, সম্প্রতি শুদ্ধ বাংলা শুনতে শেখা যুবকরা দুচার কাপ কফিহাউসীয় পানীয় ও আড্ডা পান করে কবিতাশহরে দাদা কবিদের টয়লেট পেপারের বিকল্প হয়ে বিশেষ উৎপাত শুরু করেছে।

কবিতাপ্রেমী মানুষ আপনার কাছে এল. এম. জি না থাকলে আপনার পাদুকাযুগলের সাহায্য এইসব বরাহ অবতাদের লঘু মস্তিষ্কে আঘাত করুন।

কারণ আপনি নিশ্চয়ই মহা-জাতি সদনে মর্গের দুর্গন্ধ চান না।

ANARYO SAHITYA / 9 Rs. 200 Nov. 1988

অনার্য সাহিত্য | ৯

যোগাযোগের ঠিকানা :
প্রযত্নে : পৃথ্বীশ চট্টোপাধ্যায়
৮ সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রণ :
মিন্টু প্রিন্টার্স
১১২, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৯